তাহকিক > *ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম!*

কথিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) নাকি তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এরশাদ করেছেন,

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه

তোমরা খুব উত্তম স্থানেই ফিরে এসেছো তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো আর তা হলো অন্তরের সাথে জিহাদ করা। (দাইলামী, কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়ামি)

এই হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে,

رجعنا من جهاد الاصغر الي جهاد الاكبر

[এখানে বড় জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নফসের সাথে জিহাদ আর ছোট জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের সাথে জিহাদ]

জিহাদের প্রসঙ্গ আসলেই অনেক ভাইকে উপরের কথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস হিসেবে পেশ করতে শুনা যায়।
কারো কারো কথা থেকে অনুমিত হয়, জিহাদ ছেড়ে শুধু তাসাওউফে লেগে থাকাই শ্রেয়। এটাই যেন হাদীসটির উদ্দেশ্য। অথচ কথাটি বাস্তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস কি না, আর হাদিস হলেও এর উদ্দেশ্যটা কি? এর ব্যাখ্যা কি? আমরা এগুলো তাহকিক করি না। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্যই এই লেখার আয়োজন।

প্রথম *কথা হলো,* হাদিসের প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে উক্ত হাদিসটি পাওয়া যায় না। তবে ইমাম বাইহাকি রহ. তার 'আয- যুহদুল কাবির' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা: ১৬৫) উল্লেখ করেন যে,

روى البيهقي في كتاب الزهد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا يحيى بن يعلي عن ليث عن عطاء عن جابر قال قدم على رسول الله { صلى الله عليه وسلم } قوم غزاة فقال عليه السلام قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) قيل وما الجهاد الأكبر قال مجاهدة العبد هواه) قال البيهقي هذا إسناد فيه ضعف انتهى

হযরত জাবির রাহ. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একদল মুজাহিদ আসলে তিনি বললেন, তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা করা হলো বড় জিহাদ কোনটি? উত্তরে বললেন, কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।

একই সূত্রে খতিব বাগদাদি রহ. 'তারিখে বাগদাদ' ১৫/৬৮৫-এ এবং ইবনুল জাওযি রহ. তাঁর 'জাম্মুল হাওয়া' পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৪ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

সনদে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'লা নেহায়াত দুর্বল রাবি। কেউ কেউ তো তার ব্যাপারে মিথ্যা বলার অভিযোগও করেছেন।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকাহর কিতাব হিদায়াহ'র প্রখ্যাত আরবী ভাষ্যকার 'নসবুর রায়াহ'র লেখক ইমাম জামালুদ্দিন ঝাই'লায়ী আল হানাফী (রহঃ) তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ কিতাবে লিখেছেন, "আমার মতে হাদিসটি নিতান্ত গরীব এবং মুহাদ্দিসীনদের নিকট অপরিচিত।"
[তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ ২য় খণ্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, আদ্দুরারুল মুন্তাছিরাঃ ১/১১]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) সরাসরি এটিকে জাল ও বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এ হাদীসের ব্যাপারে 'তাসদীদুল ক্বাওস'
(تسديد القوس مختصر مسند الفردوس) কিতাবে বলেনঃ

قال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة

"এটা লোক মুখে প্রসিদ্ধ, যা ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ নামীয় ব্যক্তির উক্তি। (এটি নবীজির হাদিস নয়।)"

আর 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে (৬/৩৯৭ মাআ ইতহাফিস সাদাহ) কথাটি সাহাবাদের বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তাসদীদুল ক্বাওস কিতাবের পরিচিতিঃ

اسم الكتاب : تسديد القوس مختصر مسند الفردوس المؤلف : للحافظ ابن حجر العسقلاني رقم النسخة : 303748 عدد الأوراق : 260 ورقة / ورقات مصدر المخطوط : موقع مخطوطات الأزهر الشريف مصر جزى الله القائمين عليه خيرا
ضعيف (البيهقي) لا أصل له (ابن تيمية) (11/197) ضعفه العراقي في تخريج الإحياء

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় “আয যুহদুল কাবীর” কিতাবে এটি উল্লেখ করে লিখেছেন- قال البيهقي هذا إسناد فيه ضعف এটি দুর্বল সনদে বর্ণিত।”
[আয যুহদুল কাবীর ১ম খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৩৮৪]

ইবনে আররাক (রহ) তাখরীজুল ইহইয়া কিতাবে একে দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন।
[তাখরীজুল ইহইয়া]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেনঃ

” قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ” مجموع الفتاوي
(11/19) : ” لا أصل له ، ولم يروه أحد من أهل المعرفةبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال ، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان

হাদিসটির কোন ভিত্তি নেই। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কথা ও কাজ অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা কেউ এ হাদিসটি বর্ণনা করেন নি। কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সবচেয়ে বড় আমল বরং মানুষ যত নফল ইবাদত করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে জিহাদ।”
[মাজমূ’উল ফাতাওয়া ১১ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা]

মাহমুদ আলুসি রহ. তাফসিরে রুহুল মাআনি এর সূরা নিসা, আয়াত-৯৬ এর বলেন, মুহাদ্দিসিনে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী হাদিসটি ভিত্তিহীন।

আল্লামা আজলূনী (রহ) তিনিও একে দ্বয়িফ বলেছেন।
[কাশফুল খিফা ১/৪২৪]

শায়খ নাছির উদ্দিন আলবানীর মতে এটি মুনকার (منكر) বা অগ্রহণযোগ্য হাদিস।
[সিলসিলাতুদ দ্বয়িফাহ ২৪৬০]

আল্লামা তাহের পাতনী (রহ) তাযকিরাতুল মাওদ্বূয়াত কিতাবে একে দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন।
[তাযকিরাতুল মাওদ্বূয়াত]

আল্লামা সূয়ুতী (রহ) বলেছেন এটি মারফূ হবার বিষয়ে আমি অবগত নই। তবে এটি অত্যন্ত গরিব একটি হাদিস।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফি (রহ) আল আসরারুল মারফূয়াহ কিতাবে একে মওদ্বূ বা বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

শায়খ ইবনে উছাইমিন (রহ) ‘শরহুল মুমাত্তি’
(الشرح الممتع) কিতাবে উল্লেখ করে একে দ্বয়িফ ও অশুদ্ধ বলেছেন এবং ‘মাজমূ ইবনে উছাইমিন’ কিতাবে একটি ফাতওয়ায় একে অত্যন্ত দ্বয়িফ বা মাওদ্বূয়া (বানোয়াট) বলেও উল্লেখ করেছেন। [মাজমূ ইবনে উছাইমিন’ ২৭/৪৯৮]

তাদের ভয়েস আরবীতে নিম্নরূপঃ

كشف الخفاء للعجلوني - منكر (الألباني) السلسلة الضعيفة 2460 ضعيف :- ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات قال السيوطي لا أعرفه

مرفوعا غريب جدا ، الزيلعي (تخريج الكشاف 2/395) قيل لا أصل له أو بأصله موضوع ،على القاري الحنفي (الأسرار المرفوعة) قال الشيخ ابن عثيمين عند ذكره في الشرح الممتع (ولكنه حديث ضعيف غير صحيح) وقال في احدى فتاواه _ ضعيف جدا أو موضوع (مجموع فتاوى ابن عثيمين 498/27)

একইভাবে নাসায়ি রহ.ও তাঁর 'আল কুনা' গ্রন্থে ইবরাহিম ইবনে আবলা'র বক্তব্য হিসেবে কথাটি উল্লেখ করেছেন যা মিজ্জি রহ. তার 'তাহযীবুল কামাল'-এ (২/১৪৪) উদ্ধৃত করেছেন।

যাইলা'ঈ রহ. তাখরিজুল কাশশাফ (২/৩৯৫) এ বলেন- غريب جدا হাদীসটি খুবই বিরল। তিনি বলেন, ছালবী এটাকে সনদবিহীন উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও অনেক মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসকে নিতান্তই দুর্বল বলেছেন, আর কেউ কেউ তো সুস্পষ্ট ভিত্তিহীন বলেছেন।

তবে সহীহ হাদীসে আছেঃ

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

"মুজাহিদ সেই যে তার নাফসের সাথে জিহাদ করে।" (সুনান তিরমিজি)

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে

وأفضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات الله عز وجل

"সর্বত্তোম জিহাদ হলো আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অন্তরের সাথে জিহাদ করা।" (জামউল জাওয়ামি, কানযুল উম্মাল)

এই সহীহ হাদীস দুটির সাথে উপরে উল্লেখিত হাদীস দুটির পার্থক্য হলোঃ এখানে সরাসরি অন্তরের জিহাদকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের তুলনায় বড় জিহাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে অন্তরের জিহাদ সর্বত্তোম জিহাদ।

এখন প্রশ্ন হলো অন্তরের জিহাদ বলতে আমরা কি বুঝবো? আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্তর যা অপছন্দ করে অন্তরের অপছন্দ সত্বেও সেটা আদায় করাই কি অন্তরের জিহাদ নয়? যদি তাই হয় তবে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

"তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।" (সূরা বাকারা/২১৬)

অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে আল্লাহ একথা বলেননি সুতরাং যত উত্তম কাজ আছে তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানুষের অন্তরের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয় তাই যারা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন তারাই অন্তরের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশি জিহাদ করছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল-

হাদিসটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হিসেবে কোন ভিত্তি নেই। বরং কারো কারো মতে *এটি ইবরাহিম বিন আবলা নামক শামের এক তাবেয়ির বক্তব্য।*

.

যদি এটাকে বাস্তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য হিসেবেই ধরে নেয়া হয় তবুও যে অর্থে এটাকে পেশ করা হয় সেটি কখনোই হাদিসের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ-

ক.

কুরআনে কারিমে সূরায়ে নিসার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলেছেন, যারা জিহাদ করে আর যারা ঘরে বসে থাকে উভয়ে সমান হতে পারে না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের 'দারাজাহ' অনেক উঁচু।

ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মাজমূউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১১/১১১) উক্ত হাদিসকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে বলেন-জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। এরপর অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদের ফযিলত বেশি হওয়া সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস পেশ করেন।

খ.

এখানে লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে, নফসের সাথে মুজাহাদা করার প্রয়োজন সাধারণত নফসের অপছন্দ বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়; নফস চায় এগুলো করতে তখন খুবই কষ্ট করে নফসকে বারণ করতে হয়। আর জিহাদ হচ্ছে নফসের কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং অপ্রিয়। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ' তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে অথচ এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।

তাই যারা জিহাদ করবে একই সাথে তাদের নফসের সাথেও জিহাদ হচ্ছে আবার কাফেরদের সাথে শারীরিক জিহাদ হচ্ছে। সুতরাং যারা কাফেরদের সাথে জিহাদে যায় নি তাদের একথা বলার সুযোগ নেই, যারা জিহাদে রয়েছে তাদের তুলনায় আমরা বড় জিহাদ নিয়ে বসে আছি।

হ্যাঁ, যারা জিহাদও করে আবার জিহাদ শেষে বাড়িতে এসেও নিজের নফসের সাথে মুজাহাদায় মগ্ন থাকে, কখনো নফসের ইচ্ছাকে পূরণ করে না, এমন ব্যক্তি তার দুই অবস্থার মাঝে তুলনা করে বলতে পারে, ময়দানে গিয়ে জিহাদের চেয়ে সবসময় নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বারণ করাই বেশি কষ্ট দায়ক, বেশি বড়।

প্রতিদানের দিক দিয়ে নয়; বরং কষ্টের দিক দিয়ে বেশি বড়। কেননা জিহাদ তো হয় অল্প সময়ের জন্য। আর নির্ধারিত একটি সময়ে কোনো কাজ সম্পাদন করার তুলনায় সর্বদা কোনো কাজে লেগে থাকা অনেক কঠিন। তাছাড়া জিহাদ যদিও আল্লাহর বিধান হিসেবে নফসের কাছে অপছন্দনীয় তথাপি দুশমকে পরাজিত করার জন্য নফসের একটি আগ্রহ থাকে যা সব সময় নামায রোযা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রে থাকে না।

গ.

হাদিসটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐসকল সাহাবীদেরকে বলেছেন যারা জিহাদ থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন; যারা একই সাথে কাফেরদের সাথেও জিহাদ করেছেন আবার নফসের সাথেও জিহাদ করেছেন। আমরা যারা জিহাদে না গিয়ে শুধুই নফসের জিহাদে বসে আছি আমাদের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটি প্রযোজ্য নয়।

ঘ.

এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন তখনই পড়বে যদি এটাকে বাস্তবে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে মুহাদ্দিসিনে কেরাম এটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। সুতরাং এসব ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।